সংবাদ

তারিখ ... 10 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নদী ভাঙা মানুষের দুর্দিন

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধা শহরের অদূরে ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে আশ্রিত প্রায় ৫৭ হাজার নদী ভাঙা মানুষ চরম দুর্দিনে দিনাতিপাত করছে। গত ২৫ বছর ধরে বাঁধে বসবাস করলেও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি। হয়নি মাথা গোঁজার কোন স্থায়ী ঠাঁই। উপরন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙনে এ বাঁধ ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৮.৫০ কিলোমিটার বাঁধ নদীতে বিলীন হয়ে গেছে।

গাইবান্ধা পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানায়, ১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে গাইবান্ধা, বগুড়া, রংপুর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জসহ উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলাকে বন্যা থেকে রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণে ব্যয় হয় ১২ কোটি টাকা। পানি নিষ্কাশনের জন্য শহরের পূর্বে রসুলপুর নামক স্থানে ঘাঘট-ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থলে ১২ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি স্লুইস গেটও নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় লোকজন জানায়, ১৯৮৩ সাল থেকে বিভিন্ন জেলার ছিন্নমূল ও আশ্রয়হীন মানুষ এখানে আশ্রয় নিতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৭-৮৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলা এবং গাইবান্ধাসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে ছিন্নমূল লোকজন নদীভাঙনে গৃহহীন হয়ে এসে এই বাঁধে আশ্রয় নিতে থাকে। বর্তমানে এখানে আশ্রিত লোকের সংখ্যা ৫৭ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

বাঁধের যে অংশে আশ্রিত লোকের সংখ্যা বেশি তার মধ্যে রংপুরের কাউনিয়া, গাইবান্ধার রসুলপুর, বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও পাবনার বেড়া এলাকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও গাইবান্ধার রসুলপুর এলাকায় আশ্রিতদের অবস্থা খুবই করুণ। সম্প্রতি সরজমিন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বাঁধের দু'ধারে লাগোয়াভাবে ছোট ছোট ঘর তোলা হয়েছে। এমনভাবে বসতি গড়ে উঠেছে যে, সেখানে কাঁচা কিংবা পাকা পায়খানা নির্মাণেরও কোন সুযোগ নেই। এছাড়া বাঁধে প্রয়োজনীয় নলকূপ নেই। ফলে পাশের নদীর পানি ব্যবহার করায়

গাইবান্ধা

আশ্রিতদের মধ্যে ৭০ ভাগ ডায়রিয়া, আমাশয়সহ নানা ধরনের পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। আশ্রিতরা জানায়, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের তারা চেনেন না। কেবল বন্যা হলে কিছু এনজিও কর্মী খাবার স্যালাইন দিয়ে যায়। সুচিত্র বর্মণ, ছকু মিয়া, কাশেম মিয়া, খুকি বেগম, ছবিরন নেছা নামে কয়েকজন আশ্রিত জানান, 'আগে হামরা গেরেস্তো আছিলাম বাহে, এহন নদী হামাগের সব কিছু কারি নিছে বাহে। হামরা ইলিপ চাই না। নদী ভাঙন ঠেকাও।'

এত কিছুর পরও নদীভাঙনই তাদের প্রধান সমস্যা। পাউবো সূত্র জানায়, ১৯৯৩ সালের ২৩ জুলাই ঘাঘট ও ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থলে নির্মিত স্লুইস গেট পানির স্রোতে নদীতে বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গেটের উভয় পাশে ৪ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে গেছে। বর্তমানে আকস্মিক বন্যা ও নদীভাঙন তীব্র হওয়ায় বাঁধে আশ্রিত মানুষজন ভাঙন আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন পড়েছে। এর মধ্যে গাইবান্ধার শহর রক্ষা বাঁধ, ডেভিড কোম্পানি পাড়া ও কুঠিপাড়া নামক বাঁধ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বাদিয়াখালীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। ফলে যেকোন মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে গাইবান্ধা অকাল বন্যায় নিমজ্জিত হতে পারে। বাঁধ রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড এখনও কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

অপরদিকে বাঁধে আশ্রিত সাড়ে পাঁচ হাজার শিশু অপুষ্টি ও প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জরিপকৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাঁধে আশ্রিত পরিবারের সাড়ে পাঁচ হাজার শিশু নানা প্রকার পেটের পীড়াসহ পুষ্টিহীনতার শিকার। নদী ভাঙা সবহারা বাঁধে আশ্রিত পরিবারের প্রধানরা অধিকাংশই দিনমজুর বা রিকশাচালক। স্ত্রীরা বেশিরভাগ বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে থাকে। অন্যদিকে তাদের শিশু সন্তানদের একটি বড় অংশ মানুষের বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করে। ফলে এসব শিশু একদিকে যেমন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারছে না, অন্যদিকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই শিশুদের বেশিরভাগের পায়েই কোনদিন স্যান্ডেল ওঠেনি আর জোটে না প্রয়োজনীয় বস্ত্র। এরা রোদ-বৃষ্টি-ঠাণ্ডা-গরমে দুর্বিষহ জীবনযাপন করে।

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) : সীতারাম ... শতাব্দী প্রাচীন বটবৃক্ষটি নদীতে বিলী... হাত থেকে রক্ষার দাবি জানিয়েছে এ...

তাল সড়ক সৌন্দর্য হারাচ্ছে

প্রতিনিধি, তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ)

তাড়াশ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী তাল সড়ক তার সৌন্দর্য হারাচ্ছে। সড়ক পাশের তাল গাছগুলো অযত্ন-অবহেলায় মরে যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে তাড়াশের কৃতী সন্তান মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রহমান মিয়া ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তাড়াশের প্রবেশদ্বার তাড়াশ-ভূঞাগাতি সড়কটি দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তিনি দীর্ঘ ১০ কিলোমিটারব্যাপী রাস্তার দু'পাশে লক্ষাধিক তালগাছ রোপণ করেন। সেই থেকে সড়কটির নাম হয় তাল সড়ক। তাল গাছ রোপণের কৃতিত্বস্বরূপ ১৯৮৪ সালে আবদুর রহমান মিয়া লাভ করেন রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক। এ সড়ক নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কর্তৃপক্ষের অযত্ন-অবহেলা এবং একশ্রেণীর অসচেতন মানুষের নির্বিচার তালপাতা কেটে নেয়ায়